MAY 06 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

প্রথম আলো

লটারির মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে

এনসিটিবির বৈঠক আজ, বইয়ের আকার পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত আসছে

কাগজ প্রতিবেদক : আগামী ২০০৩ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপানোয় বিশ্বব্যাংকের ক্রমাগত পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে দরপত্র আহ্বানের পরিবর্তে লটারির মাধ্যমে প্রকাশক বাছাই, মাধ্যমিকের বইয়ের আকার পরিবর্তনসহ বেশকিছু উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব, শিক্ষা সচিব, বোর্ড চেয়ারম্যান, সদস্য (পাঠ্যপুস্তক)সহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং প্রকাশকরা বৈঠকে অংশ নেবেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর প্রাক্কলিত ব্যয়, অপচয় ব্যয়ের হার, কাগজের মজুদমাত্রা, প্রকাশকদের তালিকাভুক্তিসহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই প্রকাশ করার কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, চলতি শিক্ষাবর্ষসহ বিগত বছরগুলোতে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বই প্রকাশ করতে না পারার অন্যতম কারণ হিসেবে মন্ত্রণালয় দরপত্রের মাধ্যমে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বাছাই করাকে চিহ্নিত করেছে। এ কারণে আগামী শিক্ষাবর্ষে লটারির মাধ্যমে প্রকাশক বাছাই করার পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। এছাড়াও বইয়ের নকল এড়ানোর লক্ষ্যে, মাধ্যমিকের বইয়ের আকৃতি পরিবর্তন করতে চাইছে বোর্ড। পূর্বের বইয়ের তুলনায় বড়ো কিন্তু প্রাথমিকের বইয়ের তুলনায় ছোট 'অফ সাইজ' আকৃতির বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে।

এদিকে গত ১৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিব ও বোর্ড কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বৈঠকে প্রকাশকরা দাবি জানিয়েছিল, লটারির মাধ্যমে

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

লটারির মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক

● প্রথম পাতার পর

হোক বা দরপত্রের মাধ্যমে হোক যে পদ্ধতিতেই বোর্ড বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিক না কেন, সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি। ন্যূনতম ১ বছর কাজ করেছে এরকম প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর যোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে হবে। প্রকাশকদের এই দাবিটিও বৈঠকে আলোচিত হবে।

এছাড়া কাগজের অপচয় ব্যয় ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২ শতাংশ করা, পুস্তানিতে অপচয় ব্যয় ১ শতাংশ নির্ধারণ করা- ইতিপূর্বে যা ছিল না, প্রাক্কলিত ব্যয়ের সঠিক মান নির্ধারণ করাসহ প্রকাশকদের বেশকিছু দাবিও বৈঠকে আলোচিত হবে।